সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান

19 JANUARY, 2017

আল্লাহর ওলীদের মর্যাদা

(Bangla)

আল্লাহ্‌র ওলীদের মর্যাদা

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষন মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

সুলতানে দো'জাহান, রহমতে আলামিয়ান, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জান্নাতরূপী ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিনে ও রাতে একশত (১০০)বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার একশটি (১০০) হাজত পূরণ করবেন, সত্তরটি (৭০) আখিরাতের এবং ত্রিশটি (৩০) দুনিয়ার, আর **আল্লাহ্ তাআলা** একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দিবেন, যে সেই দরূদে পাককে আমার কবরে এভাবে পৌঁছাবে, যেভাবে তোমাদের উপহার পেশ করা হয়, নিঃসন্দেহে আমার ইলম (জ্ঞান) আমার ওফাতের পরও তেমনি থাকবে, যেমনটি আমার হায়াতে (বিদ্যমান রয়েছে)। **(জমউল জাওয়ামে, ৭/১৯৯, হাদীস নং-২২৩৫৫)**

হে করম হি করম কেহ সুনতে হে, আ'প খোশ হো কে বার বার দুরূদ।
صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

www.dawateislami.net

দুটি মাদানী ফুল:

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

❋ দৃষ্টিকে নীচে রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ❋ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষন সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ❋ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ❋ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারন করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ❋ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُوا الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ❋ বয়ানের পর স্বয়ং আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শানে আউলিয়া (আল্লাহ্‌র ওলীদের মর্যাদা)

মুফাসসীরে কোরআন, হযরত সায়্যিদুনা ইসমাইল হক্কী তাঁর প্রসিদ্ধ তাফসীর **“রুহুল বয়ান”** এ একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা লিখেন: এটি খুবই মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন এবং ঈমানকে সতেজ করুন। তিনি লিখেন: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবুল হাসান শাজলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: একবার আমি মসজিদে আকসায় ঘুমিয়ে পড়লাম, দেখলাম যে, মসজিদে আকসার বাইরে একটি সিংহাসন সাজানো হয়েছে এবং দলে দলে মানুষের সমাগম শুরু হলো, আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে, এটি কিসের ইজতিমা (জমায়েত)? জানতে পারলাম যে, সকল **নবী** ও **রাসূলগণ** عَلَيْهِمُ السَّلَام **সায়্যিদে আলম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হয়েছেন, আমি যেই আসন দেখেছি তাতে আমাদের **নবী, মুহাম্মদে মাদানী, রাসূলে হাশেমী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একা উপবিষ্ট আছেন এবং অন্যান্য সকল আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام

www.dawateislami.net

যেমন হযরত ইব্রাহিম, হযরত ঈসা, হযরত নূহ এবং হযরত মূসা (এবং এছাড়াও অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরাম) عَلَيْهِمُ السَّلَام সবাই মাটিতে উপবিষ্ট আছেন। আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলাম এবং এই সম্মানিত ব্যক্তিদের কথাবার্তা শুনতে লাগলাম। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: **হুযুর**! আপনি ইরশাদ করেছেন যে, আপনার উম্মতের ওলামা, বনি ঈসরাইলের নবীদের ন্যায় (অর্থাৎ দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে, সুতরাং ওলামায়ে ইসলামগন দ্বীনের যতটুকু খেদমত করেছেন, ততটুকু খেদমত আর অন্য কোন দ্বীনের আলিমরা নিজের দ্বীনের জন্য করেনি)। তবে আপনি তাদের মধ্য হতে কোন একজন আলিমকে দেখান, তখন **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দিকে ইঙ্গিত করলেন: হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام তার কাছে একটি প্রশ্ন করলেন, ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দশটি (১০) উত্তর দিলেন। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: উত্তর প্রশ্ন অনুযায়ী হওয়া চাই, একটি প্রশ্নের একটি উত্তর দেওয়া উচিৎ ছিলো, দশটি (১০) উত্তর কেন দিলেন? হযরত সায়্যিদুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরয করলেন: **ইয়া নবী আল্লাহ্**! **আল্লাহ্ তাআলা** আপনাকেও একটি প্রশ্ন করেছিলেন, যেমনটি কোরআনে মজিদে বর্ণিত রয়েছে:

(وَ مَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ﴿۱۷﴾) (পারা- ১৬, সূরা- ত্বা'হা, আয়াত- ১৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং হে মূসা! তোমার ডান হাতে এটা কি?'। তখন আপনি এর অনেক উত্তর দিয়েছেন যে, এটি আমার লাঠি, আমি এর উপর হেলান দিই এবং আমার ছাগলগুলোর জন্য পাতা মাড়াই করি আর তাছাড়াও আমার আরো অনেক কাজ তা দ্বারা করি, অথচ **আল্লাহ্ তাআলা**র এই প্রশ্নের একটি উত্তর ছিলো যে, এটি আমার লাঠি, কিন্তু যখন আপনার **আল্লাহ্ তাআলা**র সাথে কথোপকথণের সৌভাগ্য অর্জিত হলো তখন আগ্রহ ও ভালবাসার আধিক্যের কারণে আপনি আপনার কথাকে দীর্ঘায়িত করেছেন যেন বেশি থেকে বেশি কথোপকথণের সৌভাগ্য অর্জিত হতে পারে এবং আমার এই মুহূর্তে সৌভাগ্যক্রমে আপনার সাথে কথোপকথণের সৌভাগ্য হয়েছে তাই আমিও আগ্রহ ও ভালবাসার কারণেই আমার কথাকে দীর্ঘায়িত করেছি।

www.dawateislami.net

হযরত আবুল হাসান শাজলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এই দৃশ্য দেখে, **হুযুরে আনওয়ার, শাহে বাহরুবার, প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একা আসনে উপবিষ্ট আছেন এবং সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম এবং রাসূলগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام বিশেষকরে হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্, জনাবে ঈসা রুহুল্লাহ্ عَلَيْهِمَا السَّلَام এর মতো মহা সম্মানিত আম্বিয়াগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে মাটিতে উপবিষ্ট রয়েছেন, কতই যে মর্যাদা এবং জালালাতে মুহাম্মদীর (**হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বের) প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে, আমি এই বিষয়ে ভাবনায় ছিলাম এবং আমার অন্তরে স্বপ্নের মাঝেই **রহমতে আলম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গুরুত্ব ও মর্যাদার প্রতি আশ্চার্যান্বিত হচ্ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ কেউ আমার পায়ে আঘাত করলো যার কারণে আমি জাগ্রত হয়ে গেলাম, আমি দেখালাম যে, তিনি মসজিদে আকসার পরিচালক ছিলেন এবং সেই সময় মসজিদে আকসার আলোকবর্তিকাগুলো আলোকিত করা হচ্ছিল। তিনি আমাকে বললেন: (**শাহে আম্বিয়া, সরওয়ারে হার দো'সরা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদার প্রতি) কেনই বা আশ্চার্য হচ্ছো? এগুলো সব **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। একথা শুনে আমি বেহুশ হয়ে গেলাম। নামাযের জন্য জামাআত দাড়াঁলে সেই সময় আমার হুশ ফিরে আসে, আমি মসজিদে আকসার সেই পরিচালককে অনেক খুঁজেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত তাকে পাইনি।

(রুহুল বয়ান, ৫/৩৭৪, সংক্ষেপিত। কাওসরুল খাইরাত, ৩৯ পৃষ্ঠা)

খলক সে আউলিয়া আউলিয়া সে রুসূল, অউর রসূলোঁ সে আলা হামারা নবী।
মুলকে কওনাইন মে আম্বিয়া তাজেদার, তাজেদারোঁ কা আক্বা হামারা নবী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা দ্বারা যেভাবে আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান ও মর্যাদা সম্পর্কে জানা যায়, তেমনি তাঁর উম্মতের আউলিয়ায়ে কিরাম এবং ওলামায়ে কিরামগণের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى শান ও শওকত এবং মান-মর্যাদা সম্পর্কেও জানা যায় যে, হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলো যে, এমন আলিম দেখান,

www.dawateislami.net

যে বনি ঈসরাইলের নবীদের ন্যায়, তখন **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সায়্যিদুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দিকে ইঙ্গিত করলেন, এর দ্বারা مَعَاذَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ কখনোই কেউ এরূপ মনে করবেন না যে, ওলীর মান ও মর্যাদা কোন নবী হতে বেশি বা সমান হতে পারে। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: নবী ব্যতীত কেউ নবীর সমতুল্য হতে পারে না। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, পৃষ্ঠা ২৯/২২৮) এটাও মনে রাখবেন! সকল ওলী অবশ্যই আলিম হয়ে থাকেন। কেননা, ওলী হওয়ার জন্য আলিম হওয়া শর্ত যেমনটি সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **"বাহারে শরীয়াত"** এ বলেন: বেলায়ত হচ্ছে একটি বিশেষ নৈকট্য। কেননা, **মাওলা (আল্লাহ্) তাআলা** নিজের পছন্দনীয় বান্দাদেরকেই শুধু নিজের বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করেন, বেলায়ত অজ্ঞদের দেয়া হয় না, (শুধুমাত্র আলিমদেরকেই দেয়া হয়) হোক ইলম প্রকাশ্যভাবে অর্জন করেছে, বা এই মর্যাদায় পৌঁছার পূর্বেই **আল্লাহ্ তাআলা** তার জন্য ইলমকে প্রকাশ করে দিয়েছেন। (বাহারে শরীয়াত, ১ম অংশ, ১/২৬৪) আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: শরীয়াত ও তরিকত কখনোই আলাদা পথ নয় এবং না কখনো এরূপ হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি ওলী, আর আলিম নয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৫৩০)

করম হো ওয়াস্তা কুল আউলিয়া কা, মেরা ঈমাঁ পে মওলা খাতেমা হো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলা তাঁর আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى খুবই মর্যাদা দান করেছেন, এবং নিজের দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা আপন বান্দাদের পছন্দ করে বিশেষ বান্দা বানিয়েছেন, তারাই সেই মহৎ লোক, যাদের দ্বারা যুগের সাজসজ্জা প্রতিষ্ঠিত, তারাই সেই মহৎ লোক, যাদের ইবাদতের সুবাস পুরো দুনিয়াকে সুগন্ধিময় বানিয়ে রেখেছে, তারাই সেই মহৎ লোক, যাদের অন্তর সর্বদা **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে নত হয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

আজকে আমরা আউলিয়া কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی মান ও মর্যাদা, তাদের শান ও মহত্ব এবং তাঁদের কিছু গুণাবলী সম্পর্কে শ্রবণ করবো, যেন আমাদের অন্তরে **আল্লাহ্ তাআলার** এই বন্ধুদের এবং নৈকট্যশীল বান্দাদের ভালবাসায় আরো বৃদ্ধি পায় আর আমরাও যেন তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরন করে নেকীর কাজ করতে এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে এমন বান্দা হতে পারি। কোরআনে করীমের ৯ম পারার সূরা আনফালের ৩৪ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর** ওলীদের নেককার ও পরহেজগার হওয়াকে গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন:

اِنْ اَوْلِیَآؤُهٗۤ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ (পারা ৯, আনফাল, ৩৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সেটার তত্বাবধায়ক তো খোদাভীরুরাই

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এই আয়াতে মুবারাকার পাদটিকায় বলেন যে, "কোন কাফির বা ফাসিক, **আল্লাহ্ তাআলার** ওলী হতে পারে না, **আল্লাহ্‌র** বেলায়তে, ঈমান এবং তাকওয়া দ্বারা অর্জিত হয়।" **(তাফসীরে নঈমী, ৯/৫৪৩)**

এমনিভাবে **১১তম** পারার সূরা ইউনুস এর ৬২-৬৪ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর** ওলীদের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন:

اَلَاۤ اِنَّ اَوْلِیَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ﴿۶۲﴾ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا یَتَّقُوْنَ ﴿۶۳﴾ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَ فِی الْاٰخِرَةِ ؕ لَا تَبْدِیْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ﴿۶۴﴾

(পারা ১১, ইউনুস, ৬২-৬৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: শুনে নাও! নিশ্চয় **আল্লাহ্‌র** ওলীগণের না কোন ভয় আছে, না কোন দুঃখ; ওই সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং খোদাভীতি অবলম্বন করে; তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং পরকালে। **আল্লাহ্‌র** বাণীগুলো পরিবর্তিত হতে পারে না। এটাই হচ্ছে মহা সাফল্য ।

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এই আয়াতে মুবারাকার পাদটিকায় বলেন: "**আল্লাহ্ তাআলার** আউলিয়া رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی দ্বারা উদ্দেশ্য, সেই নেককার লোকেরা, যাঁদের দেখে **আল্লাহ্ তাআলার** স্বরণ এসে যায়।"

(খাজিন, পারা ১১, সূরা ইউনুস, ২ নং আয়াতের পাদটিকা, ৬২/৩২২)

www.dawateislami.net

যেমনটি **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اَوْلِيَاءُ اللهِ الَّذِيْنَ اِذَا رُؤُوْا ذُكِرَ اللهُ অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলার** আউলিয়া তারাই, যাঁদের দেখে **আল্লাহ্ তাআলার** স্বরণ আসে।"

(কানযুল উম্মাল, কিসমুল আকওয়াল কিতাবুল আযকার, বাব ফিয যিকর ওয়া ফদিলাতুহু, ১ম অংশ, ১/২১৪, হাদীস নং-১৭৭৯)

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতের পাদটিকায় ওলীদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: **আল্লাহ্ তাআলার** ওলী তারাই, যারা ফরযসমূহ আদায় করেই **আল্লাহ্ তাআলার** সান্নিধ্য অর্জন করে এবং **আল্লাহ্ তাআলার** আনুগত্যে লিপ্ত থাকে আর তাঁদের অন্তর **আল্লাহ্ তাআলার** নূরে জালালের মারিফাতে ডুবে থাকে, যখনই দেখে, **আল্লাহ্ তাআলার** কুদরতের দলীলাদিই দেখে এবং যখনই শুনে, **আল্লাহ্ তাআলার** আয়াত সমূহই শুনে আর যখনই বলে তখন আপন রব তাআলার সানা (প্রশংসা) সহকারেই বলে এবং যখনই নড়াচড়া করে তবে **আল্লাহ্ তাআলার** আনুগত্যের জন্য নড়াচড়া করে আর যখন চেষ্টা করে তখন এমন কাজেই চেষ্টা করে যা **আল্লাহ্ তাআলার** নৈকট্যের মাধ্যম হয়, **আল্লাহ্ তাআলার** যিকির তাকে ক্লান্ত করে না এবং অন্তরের চোখে **আল্লাহ্ তাআলা** ছাড়া আর কাউকেও দেখে না। এই গুণ আউলিয়াদেরই, বান্দা যখন এই অবস্থায় পৌঁছে তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর অভিভাবক ও সাহায্যকারী হয়ে যায়। **(খাযাইনুল ইরফান, পারা ১১, সূরা ইউনুস, ৬২ নং আয়াতের পাদটিকা)**

আশিকে আউলিয়া ও আশিকে গাউছ ও রযা, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা, শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه "ওয়াসায়িলে **বখশীশ"** এ লিখেন:

মুঝকো আল্লাহ্ সে মুহাব্বত হে, ইয়ে উসি কি আতা ও রহমত হে।
জিস কো ছরকার সে মুহাব্বত হে, উস কি বখশীশ কি ইয়ে জামানত হে।
আ'ল ও আসহাব সে মুহাব্বত হে, অউর সব আউলিয়া সে উলফত হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৮৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আয়াতে মুবারাকা এবং তাফসীর এর আলোকে যেমনিভাবে আউলিয়াদের উচ্চ মর্যাদা এবং তাঁদের গুণাবলী সম্পর্কে জানা গেলো, তেমনিভাবে তাঁদের এই বিশেষ গুণ সম্পর্কেও জানা গেলো যে, **আল্লাহ্ তাআলা**র ওলী ঈমানদার এবং মুত্তাকী ও পরহেযগারই হয়ে থাকে, এইরূপ **আল্লাহ্** ওয়ালারা কখনোই শরীয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এবং তাঁরা কখনো শরীয়াতের বিরোধীতাও করে না, এই পবিত্র সত্তাগণ সর্বদা **আল্লাহ্ তাআলা**র আনুগত্য ও ইবাদতেই ব্যস্ত থাকেন, **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁদের উপর সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁদের নিজের মারিফাত এবং পরিচয় দান করেন আর তাঁদেরকে আপন গোপন রহস্য সম্পর্কে অবহিত করে দেন। তাঁরা সেই বরকতময় ব্যক্তিত্ব, যাঁদেরকে দুনিয়াবাসী **আল্লাহ্**র ওলী নামে স্বরণ করে থাকে এবং যখন তাঁদের মধ্যে কোন ওলীর নাম মুখে আসে তখন স্বাভাবিক ভাবে মুখে "رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ" শব্দ দ্বারা তাঁর জন্য রহমতের দোয়া বের হয়ে আসে এবং কেনই বা হবে না, হযরত সায়্যিদুনা ছাওবান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "বান্দা **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি খুঁজতে থাকে, এমনই ভাবনায় থাকে এমনকি **আল্লাহ্ তাআলা হযরত** জিব্রাইল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام কে ইরশাদ করেন: অমুক বান্দা আমাকে সন্তুষ্ট করতে চায়, জেনে রেখো! তার উপর আমার দয়া রয়েছে, তখন হযরত জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام বলেন: অমুকের উপর **আল্লাহ্ তাআলা**র অনুগ্রহ রয়েছে, এই কথাই আরশ বহনকারী ফিরিশতারা বলে, এই কথাই তার আশে পাশের ফিরিশতারা বলে থাকে, এমনকি সপ্তম আসমানের ফিরিশতারাও এই কথা বলতে থাকে, অতঃপর এই অনুগ্রহ তাঁর জন্য জমিনে অবতীর্ণ হয়। **(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুদ দাওয়াত, ২/৪৪৪, হাদীস নং-৩৩৭৯)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হাদীসে পাকের এই অংশ "জেনে রেখো! তার উপর আমার দয়া রয়েছে" এর পাদটিকায় বলেন: অর্থাৎ তাঁর উপর আমার পরিপূর্ণ অনুগ্রহ রয়েছে, এমনভাবে যে, আমি তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছি। মনে রাখবেন! **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি সকল নেয়ামতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত, যখন **আল্লাহ্ তাআলা** বান্দার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান তখন দো'জাহান সেই বান্দার হয়ে যায়, **রব তাআলা** ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

﴿رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ﴾ (পারা ৩০, বাইয়্যিনাহ, ৮) (অর্থাৎ **আল্লাহ্** তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর উপর সন্তুষ্ট) অতঃপর বান্দার উপর সেই সময় আসে, যখন রব তাআলা বান্দাকে সন্তুষ্ট করে, (যেমন) হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর সম্পর্কে ইরশাদ করেন: ﴿وَلَسَوْفَ یُعْطِیْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى﴾ (পারা ৩০, আল লায়ল, ২১) **আল্লাহ্ তাআলা** সিদ্দিককে এতোই দিবেন যে, তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন, মোটকথা আসমানে তার (**আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির আকাঙ্ক্ষী মু'মিন বান্দা) নামের সাড়া পড়ে যায়, শোরগোল পড়ে যায় যে, "رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ"। (আরো বলেন) এটি দোয়া সূচক বাক্য, অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** তার প্রতি দয়া করুক, এই দোয়া ফিরিশতারা হয়তো তাদের ভালবাসার কারণে দেয় বা স্বয়ং সেই ফিরিশতারা নিজে **আল্লাহ্ তাআলার** ভালবাসা বাড়ানোর জন্যে দিয়ে থাকে, (অতঃপর এই রহমত সেই মু'মিন বান্দার জন্য জমিনে অবতীর্ণ হয়) এভাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষের মুখে তার জন্য "رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এবং رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ" এর ন্যায় দোয়া সূচক শব্দ বের হয় এবং মানুষের অন্তর প্রাকৃতিক ভাবেই তাঁর দিকে ধাবিত হতে থাকে, অন্তরের এই প্রাকৃতিক আকর্ষণ মু'মিন বান্দার **আল্লাহ্ তাআলার** পছন্দনীয় হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এই কারণেই যে, হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এবং খাজা আজমেরী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর ন্যায় (অনেক) বুযুর্গকে আমরা দেখিনি, কিন্তু তাঁদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা রয়েছে। **(মিরাতুল মানাযিহ, ৩/৩৮৯)**

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"আল্লাহ্ তাআলা** যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন হযরত জিব্রাইল عَلَیْهِ السَّلَام কে ডেকে তাঁকে বলেন যে, আমি অমুককে ভালবাসী তুমিও তাঁকে ভালবাস। সুতরাং হযরত জিব্রাইল عَلَیْهِ السَّلَام তাঁকে ভালবাসেন, অতঃপর হযরত জিব্রাইল عَلَیْهِ السَّلَام আসমানে উচ্চ স্বরে বলেন যে, **আল্লাহ্ তাআলা** অমুককে ভালবাসেন, তোমরাও তাঁকে ভালবাস, তখন আসমানবাসীরাও তাঁকে ভালবাসে, অতঃপর তাঁর জন্য জমিনে মকবুলিয়্যত (গ্রহণযোগ্যতা) সাব্যস্ত করা হয়। **(মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলা, ১৪১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৫৭)**

www.dawateislami.net

তুমহারা ফযল হে জু মে গোলামে গাউছ ও খাজা হোঁ,
না হো কম আউলিয়া কি দিল সে উলফত ইয়া রাসুলাল্লাহ্!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় **আল্লাহ্ তাআলার** বান্দাদের মধ্যে কিছু এমন লোক রয়েছে, যারা নবীও নয়, শহিদও নয়, কিন্তু কিয়ামতের দিন **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে তাদের শান ও মর্যাদা দেখে আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং শহীদগন رَحِمَهُمُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِمْ ঈর্ষান্বিত হবেন। লোকেরা আরয করলো: ইয়া **রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের বলুন যে, তারা কারা? ইরশাদ করলেন: তারা হলো সেই লোক, যারা পরস্পর **আল্লাহ্ তাআলার** প্রতি ভালবাসার কারণেই ভালবেসে থাকে, অথচ তাদের মাঝে না আত্মিয়তার সম্পর্ক রয়েছে এবং না রয়েছে সম্পদের লেনদেনে কোন ব্যাপার, **খোদার কসম**! এই লোকদের চেহারায় (কিয়ামতের দিন) নূর হবে এবং নিঃসন্দেহে এই লোকেরা নূরের উপর হবে আর যখন সব লোক আতঙ্কগ্রস্থ হবে, সেই সময় এই লোকেরা নির্ভয় থাকবে এবং লোকেরা যখন হতাশাগ্রস্থ হবে তখন এই লোকদের কোন হতাশা থাকবে না।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল আদাব, বাব আল হুব্বিলল্লাহ্, ২/২১৯, হাদীস নং-১৫৭)

এমনিভাবে অপর এক বর্ণনায় ইরশাদ করেন: "তারা বিভিন্ন শহর এবং সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কিত হবে, তাদের মাঝে কোন আত্মিয়তার সম্পর্ক থাকবে না, তারা **আল্লাহ্ তাআলার** জন্য পরস্পর ভালবাসা এবং বন্ধুত্ব রাখবে, **আল্লাহ্ তাআলা** কিয়ামতের দিন নূরের মিম্বর বিছিয়ে তাতে তাঁদের বসাবেন, তাঁদের চেহারা নূরানী এবং পোশাক নূরের হবে, কিয়ামতের দিন মানুষ আতঙ্কে লিপ্ত থাকবে, কিন্তু তারা আতঙ্কিত হবে না, তারা হচ্ছে **আল্লাহ্ তাআলার** ওলী, যাঁদের মধ্যে না কোন ভয় থাকবে, না কোন দুঃখ। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৮/৪৫০, হাদীস নং-২২৯৬৯)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন আপনারা তো! **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর** আউলিয়ায়ে কিরামদের কিরূপ মর্যাদা ও মহত্ব দান করেছেন, কাল কিয়ামতের দিন যখন নফসি নফসির অবস্থা হবে, লোকেরা চিন্তিত থাকবে, কিন্তু **আল্লাহ্ তাআলার** আউলিয়ায়ে কিরামগণের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی কোন দুঃখ ও চিন্তা থাকবে না এবং তাঁদের খুবই মনোরম ভাবে স্বাগত জানানো হয় এবং আউলিয়াদের শান তো দেখুন যে, **আল্লাহ্ তাআলা** নূরের মিম্বর বিছিয়ে আপন ওলীদেরকে তার উপর বসাবেন এবং এটাই বাস্তবতা যে, যে বান্দা নিজের জীবনের প্রতিটি মুহুর্ত নেক কাজে অতিবাহিত করে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁকে দুনিয়াতেও সম্মানের মুকুট পরিধান করায় এবং কাল কিয়ামতের দিনেও তাঁকে সম্মান ও মাহাত্ম্যের আসনে উপবিষ্ট করাবেন আর তারাই সেই লোক, যাদের নেক কাজের কারণে **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁদের ভালবাসেন এবং নিজের বিশেষ নৈকট্য প্রদান করেন। যেমনিভাবে-

সায়্যিদিল মুবাল্লিগিন, রাহমাতুল্লিল আলামিন, হুযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহত্বপূর্ণ বাণী হচ্ছে: **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: আমার কোন বান্দা আমার ফরযকৃত আহকামের বাস্তবায়ন করার চেয়ে বেশি প্রিয় বস্তু দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করে না এবং আমার বান্দা নফলের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, এমনকি আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করি, যখন আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করি তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শ্রবণ করে, তার চোখ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে থাকে, তার হাত হয়ে যাই, যা দ্বারা সে ধরে এবং তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলা ফেরা করে, যদি সে আমার নিকট চায় তবে আমি তাকে অবশ্যই দান করবো এবং যদি কোন জিনিষ থেকে আমার নিকট আশ্রয় চায় তবে আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় দান করি। **(বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাবুত তাওয়াযেয়ে, ৪/২৪৮, হাদীস নং-৬৫০২)**

প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: এই ইবারত দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, **আল্লাহ্ তাআলা** ওলীর মাঝে মিশে যান, যেমনটি কয়লার মাঝে আগুন বা ফুলের মাঝে রং ও গন্ধ, **আল্লাহ্ তাআলা** মিশে যাওয়া থেকে পবিত্র এবং এইরূপ আকীদা পোষণ করা কুফরী (বরং এই হাদীসের উদ্দেশ্য হচ্ছে) সেই বান্দা ফানা ফিল্লাহ্ হয়ে যায়,

www.dawateislami.net

যার কারণে খোদায়ী শক্তি তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কাজ করতে থাকে এবং সে সেই সব কাজ করে যা অপ্রাকৃতিক (যেমন) হযরত সুলায়মান عَلَيْهِ السَّلَام তিন মাইল দূর থেকে পিপঁড়ার আওয়াজ শুনে নিলেন, হযরত আসিফ বিন বরখিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ চোখের পলক ফেলার পূর্বেই ইয়ামেন থেকে বিলকিসের সিংহাসন সিরিয়ায় হাজির করলেন। হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মদীনা মুনাওয়ারায় খুতবা পাঠকালে নাহাওন্দ পর্যন্ত নিজের আওয়াজ পৌঁছিয়ে দিলেন। **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কিয়ামত পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনাবলী নিজের চোখে দেখে নিলেন। এগুলো সব এই ক্ষমতারই কারিশমা। (মিরাতুল মানাযিহ, ৩/৩০৮-৩০৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন বান্দার বিশেষ নৈকট্য অর্জিত হয়ে যায় তখন **আল্লাহ্ তাআলার** প্রদানকৃত দৃষ্টি শক্তি দ্বারা সে কয়েক মাইল দূরের অবস্থাও দেখে নেয়। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা গাউছে আযম رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন:

نَظَرْتُ اِلٰی بِلَادِ اللّٰہِ جَمْعًا كَخَرْدَلَةٍ عَلٰی حُكْمِ اتِّصَالٖ

অর্থাৎ আমি **আল্লাহ্ তাআলার** সমস্ত শহরগুলোকে এমনভাবে দেখি, যেমনিভাবে হাতের তালুতে সরিষা দানা। (সহিফায়ে গউসিয়া, ১৮৭ পৃষ্ঠা) তিনি আরো বলেন: আমার **রব তাআলার** ইজ্জতের শপথ! সকল সৌভাগ্যবান এবং দূর্ভাগাকে আমার নিকট পেশ করা হয়, আমার দৃষ্টি লৌহে মাহফুযে নিবদ্ধ থাকে, অর্থাৎ লৌহে মাহফুয আমার দৃষ্টি সীমায় (দৃষ্টির সামনে)। (বাহজাতুল আসরার, ৫০ পৃষ্ঠা)

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ **"আখবারুল আখইয়ার"** কিতাবের ১৫ নম্বর পৃষ্ঠায় হুযুর গাউছে আযম رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর এই বাণীটি উদ্ধৃত করেন: যদি শরীয়াত আমার মুখে লাগাম না দিতো তবে আমি বলে দিতাম যে, তোমরা ঘরে কি খেয়েছো এবং কি রেখেছো, আমি তোমাদের জাহির ও বাতিন সম্পর্কে জানি। কেননা, তোমরা আমার দৃষ্টিতে এপার ওপার দেখা যাওয়া কাঁচের ন্যায়। (আখবারুল আখইয়ার, ১৫ পৃষ্ঠা) তাছাড়া হযরত মাওলানা রুমি رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ মসনবী শরীফে বলেন:

লৌহে মাহফুয আসত পেশে আউলিয়া,
আয ছে মাহফুয আসত মাহফুয আয খতা।

www.dawateislami.net

অর্থাৎ লৌহে মাহফুয **আল্লাহ্ তাআলার** আউলিয়াদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی দৃষ্টির সামনে থাকে, যেটা কিনা সকল ভূল ভ্রান্তি থেকে সুরক্ষিত থাকে। (মসনবী, দফতর চাহরম, ২/১৮১)

হামারা জাহির ও বাতিন হে উনকে আগে আয়না,
কিসি শায় সে নেহী আ'লম মে পরদা গাউছে আযম কা।

(কাবালায়ে বখশীশ, ৫৪ পৃষ্ঠা)

এমনিভাবে আশ্চার্যজনক এবং **আল্লাহ্** প্রদত্ত দৃষ্টি শক্তি সম্পর্কে আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এরও খুবই ঈমান তাজাকারী ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে, একবার ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ হযরত সারিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে সেনাপতি বানিয়ে নাহাওয়ান্দের দিকে প্রেরণ করলেন। হযরত সারিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যস্ত ছিলেন এমনতাবস্থায় একদিন হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ মসজিদে নববীর মিম্বরে খোতবা পাঠকালে হঠাৎ উচ্চ আওয়াজে বললেন: يَا سَارِيَةُ الْجَبَل (অর্থাৎ হে সারিয়া! পাহাড়ের দিকে তোমার পিঠ করে নাও) মসজিদে উপস্থিতিরা আশ্চার্য হয়ে গেলো যে, হযরত সারিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ তো নাহাওয়ান্দের মাটিতে যুদ্ধ ব্যস্ত এবং তা মদীনা শরীফ থেকে বহু দূরে অবস্থিত। আজ আমীরুল মু'মিনীন তাঁকে কেন ডাক দিলেন? কিন্তু নাহাওয়ান্দ থেকে যখন হযরত সারিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর দূত আসলো তখন সে এই সংবাদ দিলো যে, যখন কাফেরদের সাথে যুদ্ধ হচ্ছিলো তখন এক পর্যায়ে আমরা পরাজিত হয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ এক চিৎকারকারীর আওয়াজ আসলো, যিনি উচ্চ স্বরে বলছিলেন যে, হে সারিয়া তুমি পাহাড়ের দিকে পিঠ করে নাও।

হযরত সারিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন: এটা তো আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর আওয়াজ, একথা বলেই তিনি সাথে সাথেই তাঁর বাহিনীকে পাহাড়ের দিকে পিঠ করে সারি বদ্ধ হওয়ার আদেশ দিলেন, এরপর কাফেররা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলো এবং মুসলমানরা বিজয় নিশান উড়িয়ে দিলেন। (হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন, ৬১২ পৃষ্ঠা। তালিখে খোলাফা, ৯৯-১০১ পৃষ্ঠা)

ভটক সাকতা নেহী হারগিজ কভি ওহ সিদে রাস্তে সে,
করম জিস বখত ওয়ার পর হো গেয়া ফারুকে আযম।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫২৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঈমান তাজাকারী ঘটনা দ্বারা জানা গেলো যে, নিঃসন্দেহে হযরত সায়্যিদুনা আমীরুল মু'মিনীন ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কারামত সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কেননা, মদীনা শরীফ থেকে অনেক মাইল দূরে আওয়াজকে পৌঁছিয়ে দেয়া, এটি ফারুকে আযমের কারামতই ছিলো, আমীরুল মু'মিনীন ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মদীনা শরীফ থেকে অনেক দূরে নাহাওয়ান্দের ময়দান এবং তাঁদের অবস্থা ও প্রকৃতি সম্পর্কে দেখে নেয়া আর মুসলমানদের সমস্যার সমাধানও মিম্বরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেনাপতিকে বলে দিলেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা দ্বারা জানতে পারলাম যে, আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَہُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی দেখা ও শুনার শক্তি সাধারণ মানুষের কান ও চোখ এবং এর শক্তির সাথে কখনোই অনুমান করা উচিৎ নয়, বরং এরূপ বিশ্বাস রাখা চাই যে, **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর** প্রিয় বান্দাদের কান এবং চোখে সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেক বেশি শক্তি দান করেছেন এবং তাঁদের চোখ, কান এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শক্তি এমনি অতুলনীয় ও অসাধারণ আর এমন এমন আশ্চার্যজনক কাজ সংগঠিত হয় যে, যা দেখে কারামত ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না এবং কেনই বা হবে না, যে লোকেরা নিজের জীবন **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্যই ওয়াকফ করে দেন, **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁদের কাজে সাহায্য করেন এবং তাঁদের জন্য এমন সব উপায় সৃষ্টি করে দেন যা আমাদের কল্পনায়ও আসে না।

মনে রাখবেন! আমাদের **প্রিয় আক্বা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সকল সাহাবাগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان, এই উম্মতের শ্রেষ্ট ও উত্তম আউলিয়া।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী সমূহে আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَہُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی শান ও মহত্ব, মান ও মর্যাদা এবং ত্যাগ এবং ক্ষমতাকে কিরূপ মহৎ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখবেন! যেমনিভাবে সত্যিকার আউলিয়ায়ে কিরামগণ رَحِمَہُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی, কোরআন ও সুন্নাত এবং তাঁর রূহানী ফয়য ও

www.dawateislami.net

বরকত দ্বারা নিজের মুরীদদের ও তালিবদের এবং অন্যান্য মুসলিম উম্মতের ধর্মীয় ও চারিত্রিক এবং জাহেরী ও বাতেনী শিক্ষা প্রদানে সদা ব্যস্ত, তেমনি দূর্ভাগ্যজনক ভাবে আজকাল অনেক কথিত ভন্ড পীর ফকিরও বেলায়তের অলিক কাহিনী সাজিয়ে মানুষকে ধোকা দিয়ে ঈমান চুরি করছে এবং তাদের পথভ্রষ্টতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করছে, এরূপ লোক অপর কোন মুসলমানকে সংশোধন কিভাবে করবে, স্বয়ং তার অবস্থা এমন যে, যখন তাকে শরীয়াতের আহকামের অনুসরনের কথা বলা হয় তখন مَعَاذَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ বিভিন্ন তাল-বাহানা করে নিজের ভ্রান্ত ক্রিয়াকলাপকে ঢাকার চেষ্টা করে বলে: "আমি শরীয়াতের অনুসারী নই বরং শরীয়াতই আমার অনুসারী। কেউ বলে যে, তুমি শরীয়াতের উপর চলো, আমাদের তরিকতের রাস্তা এর চেয়ে ভিন্ন। তোমরা প্রকাশ্য বিধানের উপর আমল করো আর আমরা বাতেনী বিষয়ের উপর আমলকারী এবং অনেকে এরূপ বাহানা বানায় যে, জনাব! আমি তো মদীনায় নামায আদায় করি, জনাব! নামায তো রূহানিয়্যতের নাম, যা অন্তরে মাঝে হয়ে থাকে, আমাদের অন্তর নামাযী ইত্যাদি ইত্যাদি।" মনে রাখবেন! এমন কালো মনের মানুষের এবং তাদের ভিত্তিহীন কথার কোন আস্থা নাই এবং না এমন লোকের বেলায়তের মতো **আল্লাহ্ তাআলা**র এই মহান নেয়ামতের সাথে দূরের কোন সম্পর্ক রয়েছে, এসব লোক কখনোই ওলী হতে পারে না, এমন লোকের থেকে নিজের ঈমান ও আকিদা বাচিঁয়ে রাখা আবশ্যক, যাঁরা সত্যিকার **আল্লাহ্ তাআলা**র ওলী, তাঁরা শরীয়াতের অনুসারী হয় কেননা তরিকত, শরীয়াত থেকে আলাদা নয়।

আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: শরীয়াত হচ্ছে; **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী এবং তরিকত হচ্ছে; **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কর্ম আর হাকিকত হচ্ছে; **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবস্থা এবং মারিফাত হচ্ছে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসাধারণ জ্ঞান।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৪৬০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, শরীয়াত ও তরিকত পরস্পর আলাদা নয়, একারণেই আউলিয়ায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى সারা জীবন না শুধু মানুষকে শরীয়াতের আহকামের উপর আমলের উৎসাহ দিয়েছেন বরং স্বয়ং নিজেও শরীয়াতের আহকামের উপর দৃঢ়ভাবে আমল করতে থাকেন।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাফেয আবু নুয়াইম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ্ আসফাহানি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আউলিয়ায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى **আল্লাহ্ তাআলার** পবিত্র সত্তা এবং তাঁর ভালবাসায় ডুবে থাকেন ও তাঁর হুকুমের অনুসরণ করে থাকেন।

"আল্লাহ্ ওয়ালোঁ কি বাতেঁ" কিতাবের পরিচিতি

আউলিয়ায়ে কিরামগণের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى শান ও মহত্ব আরো বিশদভাবে জানার জন্যে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫খন্ড বিশিষ্ট কিতাব **"আল্লাহ্ ওয়ালোঁ কি বাতেঁ"** এর অধ্যয়ন অতিশয় উপকারী, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই কিতাবে অনেক আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কারামত, তাঁদের বাণী, শরীয়াতের আহকামের অনুসরন এবং তাঁদের উত্তম গুনাবলী সমূহ খুবই ব্যাপক ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সুতরাং সকল ইসলামী ভাইয়ের প্রতি মাদানী অনুরোধ, শুধু আপনি নিজে এই কিতাবটি অধ্যয়ন করবেন না, অপর ইসলামী ভাইদেরও এর প্রতি উৎসাহিত করুন, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকে এই কিতাবটি পড়তেও পারবেন, ডাউনলোডও করতে পারবেন এবং এর প্রিন্টও বের করতে পারবেন। আসুন! এই কিতাব থেকে আউলিয়ায়ে কিরামের আরো কিছু গুণাবলী সম্পর্কে শ্রবণ করি।

আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى এর গুণাবলী

হযরত সায়্যিদুনা যুন-নূন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলার** সৃষ্টির মধ্যে কতিপয় মনোনীত এবং নেক বান্দা রয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হলো: তাঁদের নিদর্শন কি? বললেন: যখন বান্দা আরাম বর্জন করে আনুগত্য ও ইবাদতের জন্য ভরপুর চেষ্টা করে এবং সম্মান ও মর্যাদা না হওয়াকেই পছন্দ করে। অতঃপর তিনি সেই **আল্লাহ্** ওয়ালাদের শানে দু'টি শের (পংক্তি) পাঠ করলেন, যার অনুবাদ হচ্ছে:

(১) কোরআন তার প্রতিশ্রুতি এবং সতর্কতার সহিত (তাদের) সকল মন্দকাজ হতে বাচিঁয়ে রেখেছে। রাতে (তাঁদের) চোখের ঘুম অদৃশ্য হয়ে গেছে। **(২)** তারা দয়াময় বাদশার (অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা**) বাণীকে এভাবে বুঝে নেয় যে, এর সামনে তাঁদের গর্দান ঝুকে যায়।

উপস্থিতিদের মধ্যে কেউ আরয করলো: **আল্লাহ্ তাআলা** আপনার উপর দয়া করুন! এ লোক কারা? তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: তারা এমন লোক, যারা কোরআনে পাককে নিজের অন্তরে রাখলে তখন সেটা নরম হয়ে গেছে। বুকের সাথে লাগালে তা প্রশস্থ হয়ে গেলো। এর বরকতে তাঁদের দুঃখ এবং কষ্টের মেঘ কেটে গেলো। তাঁরা কোরআনে পাককে অন্ধকারের জন্য আলো এবং (কোরআনে পাকের তিলাওয়াতকে এমনভাবে নিজের জন্য আবশ্যক করে নেয় যেমনিভাবে) ঘুমানোর জন্য বিছানা আবশ্যক। একে নিজেদের পথের পথপ্রদর্শক এবং দলীলের জন্য সফলতা বানিয়ে নেয়, লোকেরা আনন্দ উদযাপন করে আর এরা বিষন্ন থাকে, লোকেরা ঘুমায় কিন্তু এরা জাগ্রত থাকে, লোকেরা খাওয়া দাওয়া করে এবং এরা রোযা রাখে, লোকেরা (কবর ও হাশর সম্পর্কে উদাসিন থাকে আর) নির্ভয় থাকে আর এরা (কবর ও হাশরের বিষয়ে) আতঙ্কগ্রস্থ থাকে। এরা **আল্লাহ্ তাআলা**কে ভয় করে এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকে, আতঙ্কগ্রস্থ থাকে এবং নেক আমলে খুবই পরিশ্রম করে। আমল ছুটে যাওয়ার ভয়ে দ্রুত আদায় করে নেয় এবং সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে। তাঁদের নিকট **আল্লাহ্ তাআলা**র ভয়ঙ্কর আযাবের ভয় এবং প্রতিশ্রুত মহান সাওয়াবের কারণে মৃত্যু কোন ছোট ব্যাপার নয়। এরা কোরআনে হাকীমের পথে পরিচালিত এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র জন্য কোরবানী পেশ করার ব্যাপারে একনিষ্ট। এরা **রব তাআলা**র নূরে আলোকিত এবং এই বিষয়ের অপেক্ষমান যে, কোরআনে করীমে তাঁদের সাথে করা ওয়াদা ও চুক্তি পূর্ণ করার, তাঁর সৌভাগ্যের স্থানে তাঁদের অবস্থান করায় এবং তাঁর সতর্কতা দ্বারা নিরাপত্তা দান করে, সুতরাং এই লোকেরা কোরআনে পাকের মাধ্যমে নিজের চাহিদাকে এবং সুন্দরী হুরদের পেয়ে ধ্বংস ও মন্দ পরিনতি থেকে নিরাপত্তা পেয়ে গেলো। কেননা, তারা দুনিয়ার উজ্জলতাকে ভয়ঙ্কর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ছেড়ে দেয় এবং আখিরাতে সাওয়াবের দিকে সন্তুষ্টি মূলক দৃষ্টিতে দেখে এবং নশ্বর (দুনিয়া) এর পরিবর্তে অবিনশ্বরকে

www.dawateislami.net

(আখিরাত) কিনে নেয়। তাঁরা কিরূপ উন্নত ব্যবসা করে যে, দু'জাহানেই লাভবান হলো এবং দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল জমা করলো। পরিপূর্ণভাবে ফযিলত পাওয়াতে সফল হলো। কিছুদিন (ইবাদতের কষ্টকে দুনিয়ায়) সহ্য করে (নিজের পরকালিন) গন্তব্যে পৌঁছে গেছেন। আযাবের দিনকে ভয় করে অল্প ধন-সম্পদে তুষ্ট হয়ে জীবন অতিবাহিত করে দেয়। সুযোগের দিনে মঙ্গলের দিকে দ্রুত ধাবিত হয়েছে, নিজের জীবনকে খেল-তামাশায় অতিবাহিত করার পরিবর্তে স্থায়ী নেকী অর্জনের জন্য কষ্ট সহ্য করেছেন, **আল্লাহ্‌**র কসম! ইবাদতের ক্লান্তি তাঁদের ক্ষমতাকে দূর্বল করে দিয়েছে এবং পরিশ্রম তাঁদের শরীরের রং পরিবর্তন করে দিয়েছে, তাঁরা প্রজ্জলিত (জাহান্নামের) আগুনকে স্বরণ রাখে, নেকীর কাজে দ্রুত এবং খেল-তামাশা থেকে দূরে থাকে, মুখে তাঁদের গুণাবলী বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাঁদের কারণেই বিপদাপদ দূর হয় এবং বরকত অবতীর্ণ হয়। তাঁরা সৃষ্টির প্রদিপ স্বরূপ, শহরের মিনার স্বরূপ, অন্ধকারে আলোর উৎস, রহমতের খনি, হিকমতের ঝর্ণাধারা এবং উম্মতের ভিত্তি স্বরূপ, (সারা রাত ইবাদতে লিপ্ত থাকার কারণে) বিছানা থেকে তাঁদের শরীর পৃথক থাকে। তাঁরা মানুষের দুঃখকে সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করে, সবচেয়ে বেশি ক্ষমা প্রদর্শন কারী এবং সবচেয়ে বেশি দানশীল হয়ে থাকে। তাঁরা দুনিয়া থেকে নিজের আকাঙ্ক্ষাকে শেষ করে নেয়। **আল্লাহ্‌ তাআলা**র ভয়, তাঁদের সম্পদের প্রতি কোনরূপ আগ্রহ ও আশা বাকী রাখে না, সুতরাং তোমরা দেখবে যে, তাঁদের না সম্পদ জমা করার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এবং না রেশমী (অর্থাৎ উন্নত) পোষাকের আশা করে, না উন্নত বাহনের ইচ্ছা পোষণ করে আর না স্থায়ী ঘর করার আগ্রহ রাখে, তাঁরা তাঁদের শরীরকে হারাম কাজ করা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। নিজেকে গুনাহ থেকে বাচিঁয়ে সরল পথে পরিচালিত করে এবং হেদায়তের জন্য অগ্রগামী থাকে আর দুনিয়াদারের সাথে তাদের আখিরাতকে উত্তম বানানোর জন্যে মিলিত থাকে, বিপদে ধৈর্য ধারন করে, আশাকে পদদলিত করে, মৃত্যু এবং তার কঠোরতা, বিপদাপদ এবং কষ্টকে ভয় করে। কবর ও এর অপ্রশস্থতা, মুনকার নকীর এবং তাঁদের ধমক, প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আতঙ্কগ্রস্থ থাকে এবং আপন রব তাআলার সম্মুখে উপস্থিত হওয়াকে ভয় করে। (আল্লাহ্‌ ওয়ালোঁ কি বাতেঁ, ১/৬০-৬২)

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ গনি! শানে ওলী! রাজ দিলোঁ পর,
দুনিয়া সে চলে জায়েঁ হুকুমত নেহী জা'তি। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৮৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভেবে দেখুন যে, আউলিয়ায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে মকবুল ও নৈকট্যশীল হওয়ার পরও **আল্লাহ্ তাআলা**কে কিরূপ ভয় করতো, **আল্লাহ্ তাআলা**র হকসমূহ এবং বান্দার হকসমূহের প্রতি কিরূপ নিয়মানুবর্তীতা রক্ষা করতেন, নেকীর প্রতি আগ্রহ এবং গুনাহের প্রতি ঘৃণা করতেন, আমরা নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করি, নেকী বলতে না'ই এবং গুনাহের পাল্লা কিরূপ ভারী যে, اَلْاَمَانُ وَالْحَفِيْظ। দূভাগ্যজনক ভাবে অধিকাংশ মানুষই বেআমলীর শিকার, না বান্দার হক সমূহ আদায়ে রয়েছে, না **আল্লাহ্ তাআলা**র হক সমূহ নির্দ্বিধায় পদদলিত করার অনুভুতি, নেকী করা নফসের জন্যে খুবই কষ্টসাধ্য এবং গুনাহ করা খুবই সহজ হয়ে গেছে, মসজিদ সমূহ বিরান এবং সিনেমা হল আর নাট্য মঞ্চ গুলোর রমরমা অবস্থা দ্বীনের প্রতি মমতা পোষণকারীদের যেন জাগ্রত করছে। টিভি, ডিস এন্টেনা, ইন্টারনেট এবং কেবল সিস্টেমের ভূল ব্যবহার কারীর সংখ্যাও কম নয়, মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং সহজলভ্যতা অর্জনের জন্য সীমাতিরিক্ত চেষ্টা মুসলমানের অধিকাংশকে একেবারে উদাসিন করে দিয়েছে। গালি দেয়া, অপবাদ দেয়া, কুধারণা পোষণ করা, গীবত করা, চুগলী করা, মানুষের দোষ জানার মনোভাব, মানুষের দোষ ত্রুটি বের করা, মিথ্যা বলা, মিথ্যা ওয়াদা করা, কারো সম্পদ অনৈতিকভাবে আত্মসাত করা, খুন করা, কাউকে শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে কষ্ট দেয়া, ঋণ শোধ না করা, কারো জিনিষ কিছুক্ষণের জন্য নিয়ে আর ফিরিয়ে না দেয়া, মুসলমানকে মন্দ উপাধী দ্বারা ডাকা, কারো জিনিষ তার অনিচ্ছা সত্বেও বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করা, মদ্যপান করা, জুয়া খেলা, চুরি করা, অপকর্ম করা, সিনেমানাটক দেখা, গান-বাজনা শুনা, সূদ ও ঘুষের লেনদেন করা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা এবং তাঁদের কষ্ট দেয়া, আমানত খেয়ানত করা, কুদৃষ্টি দেয়া, মহিলারা পুরুষদের ন্যায় এবং পুরুষরা মহিলাদের ন্যায় নকল করা, বেপর্দা হওয়া, গর্ব, অহঙ্কার, হিংসা, লৌকিকতা, নিজের অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করা, অন্যের দুঃখে আনন্দিত

www.dawateislami.net

হওয়া, রাগের সময় শরীয়াতের সীমা অতিক্রম করা, গুনাহের প্রতি আগ্রহ, পদলোভী, কৃপণ, আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি বিষয় আমাদের সমাজে খুবই ধৃষ্টতার সাথে করা হয়ে থাকে। আহ! আমরা যেন আউলিয়ায়ে কিরামগণের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی প্রতি সত্যিকার ভালবাসা পোষনকারী এবং সেই মোবারক ব্যক্তিদের পদাঙ্ক অনুসরনকারী হয়ে যাই, পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদের প্রথম সারিতে জামাআত সহকারে আদায়কারী হয়ে যাই। রমযান মাসের ফরয রোযার পাশাপাশি নফল রোযা পালনকারী হয়ে যাই। সর্বদা সত্যভাষী, সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হয়ে যাই, পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আত্মিয় স্বজনদের প্রতি হক আদায়কারী হয়ে যাই, আহ! আমাদের প্রতিবেশী যেন আমাদের কোন কাজে বিরক্ত না হয়, আহ! চারিদিকে যেন মাদানী ইনআমাতের সাড়া পড়ে যায়, আহ! সকল আশিকানে রাসূলগণ যেন মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে ইলমে দ্বীন অর্জন করে অপরকে শেখানোর সৌভাগ্য অর্জন করে, আহ! ১২ মাদানী কাজে যেন কার্যতঃভাবে অংশগ্রহণ করে এই সমাজকে মাদানী পরিবেশ বানানোর জন্য সকল আশিকানে রাসূল প্রস্তুত হয়ে যায়। আহ! আমরা যেন গুনাহের নিকটেও না যাই, আমাদের কোন নামায যেন কাযা না হয়। রমযান মাসের কোন রোযা যেন নষ্ট না হয়। মুখ দ্বারা কখনোই যেন মিথ্যা, গীবত, চুগলী এবং গালি গালাজ বের না হয়। اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হামারি বিগড়ী হুয়ি আ'দতেঁ নিকাল জা'য়ে,
মিলে গুনাহোঁ কে আমরায সে শেফা ইয়া রব!
করম সে "নেকী কি দাওয়াত" কা খুব জযবা দেয়,
দোঁ ধুম সুন্নাতে মাহবুব কি মাচা ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৬-৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী হালকা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى পদাঙ্ক অনুসরন করে জীবন অতিবাহিত করতে চাই তবে তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। যেমনিভাবে বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى দ্বীনের তবলীগ এবং

www.dawateislami.net

এর প্রচার ও প্রসারে নিজের দিন ও রাতকে অতিবাহিত করেছেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত আশিকানে রাসূলদেরও এই মাদানী মানষিকতা দেয়া হয় যে, তারাও যেন এই মিশনের **(Mission)** উপর আমলকারী হয়ে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাতে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ এমন এক পূতঃ পবিত্র মাদানী পরিবেশ, যা বুযুর্গদের رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى রীতির অনুসরনে সকল মুসলমানদেরকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করার মানষিকতা দেয় এবং নেকীর কাজে অগ্রগতির জন্য ১২ মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশ গ্রহণ করার উৎসাহও দেয়া হয়। সুতরাং আমাদেরও এই ১২ মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করা উচিৎ, ১২ মাদানী কাজের মধ্যে প্রতিদিনের একটি মাদানী কাজ হচ্ছে, ফযরের পর **"মাদানী হালকা"**। যাতে প্রতিদিন ৩ আয়াতের তিলাওয়াত, কানযুল ঈমানের অনুবাদ সহ, এবং তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান বা তাফসীরে নুরূল ইরফান বা তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ফয়যানে সুন্নাতের দরস (৪পৃষ্ঠা) এবং শাজারা কাদেরীয়া, রযবীয়া, যিয়ায়ীয়া, আত্তারীয়া পাঠ করা হয়। কোরআনে করীম পড়া এবং পড়ানোর অনেক বরকত রয়েছে।

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোরআনে করীম শিখলো, শেখালো এবং এর উপর আমল করলো, তবে কোরআনে করীম তার শাফায়াত করবে এবং জান্নাতে নিয়ে যাবে। (তারিখে দামেশক, ৩/৪১) সুতরাং আমাদেরও নিয়মিত মাদানী হালকায় অংশগ্রহণ করা উচিৎ, তাছাড়া **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বেশি বেশি নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করাকে অভ্যাসে পরিনত করে নিন, اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ এতে অনেক বরকত অর্জিত হবে। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি:

www.dawateislami.net

মাদানী বাহার

খানপুর, পাঞ্জাব (পাকিস্তান) এর এক মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বর্ণনা হলো: বাবুল মদীনা (করাচী) থেকে সুন্নাতের প্রশিক্ষণ অর্জনের জন্য আসা একটি মাদানী কাফেলার সদস্য ইসলামী ভাইদের সাথে আমারও মাদানী দাওরায় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য নসীব হলো। একটি দর্জির দোকানের বাইরে মানুষদের জমা করে নেকীর দাওয়াত দেয়া হচ্ছিলো। যখন বয়ান শেষ হলো তখন সেই দোকানের এক কর্মচারী যুবক বললো: আমি অমুসলিম। আপনাদের নেকীর দাওয়াত আমার অন্তরে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। মেহেরবানী করে আমাকে মুসলমান বানিয়ে নিন। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ সে মুসলমান হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্ তাআলা কসম পূর্ণ করেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى শান ও মহত্ব সম্পর্কে আরো শ্রবণ করি, এমনকি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাফেয আবু নুয়াইম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ্ আসফাহানি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আউলিয়ায়ে কিরামের শান ও মহত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: আউলিয়ায়ে কিরামগণ খাওয়া এবং পোষাকের বিষয়ে রিক্তহস্ত হয়, বিপদাপদ এবং দূর্ঘটনায় (যদি তাঁরা কোন কারণে **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রতি কসম করে নেয় তবে) **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁদের কসম পূর্ণ করে দেন। যেমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; হুযুর **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "অনেকে নোংরা, দূগর্ন্ধযুক্ত পোশাক পরিহিত এমন ব্যক্তি যে, লোকেরা তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় (কিন্তু তাঁদের শান এমন যে) যদি তাঁরা **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রতি কসম করে নেয় তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁদের কসম অবশ্যই পূরণ করে দেয়। (মুসতাদরিক, কিতাবুর রিকাক, বাব কলবিশ শেয়খ শা'ব..., হাদীস নং-৮০০২, ৫/৪৬৭) এমনিভাবে হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **উত্তম চরিত্রের আধার, নবীদের তাজেদার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অনেক দূর্বল, ক্ষীণ, দূর্গন্ধময় পোশাক পরিহিত এমন হয় যে, যদি তাঁরা **আল্লাহ্ তাআলা**র ব্যাপারে কসম করে নেয় তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁদের কসম

www.dawateislami.net

পূরণ করে দেন এবং বার'আ বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ও তাঁদের মধ্যে একজন। বর্ণনাকারী বলেন: এরপর হযরত সায়্যিদুনা বারা'আ বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মুশরিকদের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে মুশরিকরা মুসলমানদের অনেক ক্ষতি সাধন করেছিলো তখন মুসলমানরা হযরত সায়্যিদুনা বারা'আ বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে বললেন: হে বারা'আ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ! **হুযুর নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন যে, যদি আপনি **আল্লাহ্ তাআলার** প্রতি কসম করেন তবে **আল্লাহ্ তাআলা** অবশ্যই আপনার কসম পূরণ করবেন, অতএব আপনি (মুশরিকদের বিরুদ্ধে) **আল্লাহ্ তাআলার** প্রতি কসম করে নিন! হযরত সায়্যিদুনা বারা'আ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে আরয করলেন: **হে আল্লাহ্!** আমি তোমায় কসম দিচ্ছি যে, আমাদেরকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করো। তাঁর এই দোয়াকবুল হলো এবং **আল্লাহ্ তাআলা** মুসলমানদেরকে মুশরিকদের উপর বিজয় দান করলেন। অতঃপর একবার "সুস" নামক স্থানের পুলের উপর মুসলমানদের সাথে কাফেরদের মুখোমুখি হলো, কাফেররা মুসলমানদের অনেক ক্ষতি সাধন করলো, মুসলমানরা বললো: হে বারা'আ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ! আপনার রবের প্রতি কসম করুন! তিনি আরয করলেন: **হে আল্লাহ্!** আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি যে, আমাদেরকে কাফেরদের উপর বিজয় দান করো এবং আমাকে আমাদের **নবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে মিলিয়ে দাও (অর্থাৎ শাহাদত দান করো)। হযরত সায়্যিদুনা বরা'আ বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর এই দোয়াও কবুল হলো এবং মুসলমানদের বিজয় নসীব হলো আর তিনি শহীদ হলেন। **(মুসতাদরিক, কিতাব মা'রেফাতিস সাহাবা, বাব যিকরি শাহদাতিল বারা'আ বিন মালিক, হাদীস নং-৫৩২৫, ৪/৩৪০)**

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আউলিয়ায়ে কিরামের ক্ষমতাবলী

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাফেয আবু নুয়াইম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ্ আসফাহানি رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: আউলিয়ায়ে কিরামের দৃঢ় বিশ্বাসের শক্তিতে উচুঁ পাহাড় বিদীর্ণ হয়ে যায় এবং তাঁদের ইশারায় সমুদ্র বিস্ফোরিত হয়ে যায় (অর্থাৎ রাস্তা করে দেয়)। যেমনিভাবে-

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা সাহাম বিন মিনজাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন: আমরা (রাসূলের সাহাবীরা) হযরত সায়্যিদুনা আলা'আ বিন হাদরামী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। যখন আমরা চলতে চলতে "দারাঈন" নামক স্থানে এসে পৌঁছলাম, সেখানে আমাদের এবং শত্রুদের মাঝে সমুদ্র প্রতিবন্ধক হিসেবে ছিলো, তখন হযরত সায়্যিদুনা আ'লা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এই দোয়াটি পাঠ করলেন: يَا عَلِيْمُ يَا حَلِيْمُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيْمُ اِنَّا عَبِيْدُكَ وَفِيْ سَبِيْلِكَ نُقَاتِلُ عَدُوَّكَ. اَللّٰهُمَّ فَاجْعَلْ لَنَا اِلَيْهِمْ سَبِيْلًا فَتَقْحَمَ بِنَا الْبَحْرَ অর্থাৎ হে জ্ঞানী, হে দয়ালু, হে উচ্চ ও মহান, হে মহত্ববান মালিক ও মওলা! আমরা তোমার বান্দা এবং তোমার পথে তোমারই শত্রুর সাথে লড়তে বের হয়েছি। **হে আল্লাহ্!** আমাদের জন্য তাদের নিকট পৌঁছার রাস্তা বানিয়ে দাও, আমাদেরকে সমুদ্রের ঐ পাড়ে পৌঁছাও। হযরত সায়্যিদুনা সাহাম বিন মিনজাব رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: অতঃপর আমরা ঘোড়ায় আরোহন অবস্থায় সমুদ্রে নেমে গেলাম এবং পানি আমাদের ঘোড়ার জিন পর্যন্তও পৌঁছেনি যে, আমরা শত্রুদের নিকট পৌঁছে গেলাম। **(আল্লাহ্ ওয়ালোঁ কি বাতেঁ, ৫১-৫২ পৃষ্ঠা)**

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে পাকে **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তাআলার** ওলীদের শান বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন: "তাঁদের কারণেই **আল্লাহ্ তাআলা** মানুষের জীবন ও মৃত্যু দান করেন, তাঁদের কারণেই বৃষ্টি বর্ষণ হয়, ফসল ফলে এবং তাঁদের বদৌলতেই বিপদাপদ দূর হয়। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে জিজ্ঞাসা করা হলো: তাঁদের কারণে মানুষের জীবন ও মৃত্যু কিভাবে হয়? বললেন: এই জন্যই যে, "তাঁরা **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট উম্মতের আধিক্যের জন্য প্রার্থনা করেন, তাই এতে বৃদ্ধি করে দেন এবং অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে দোয়া করেন, তাই তাদের ধ্বংস করে দেয়া হয়। বৃষ্টি চাওয়া হলে বৃষ্টি বর্ষণ করানো হয়। ক্ষেত খামারে ফসলের প্রার্থনা করা হলে জমিন তাঁদের জন্য ফসল ফলিয়ে দেয়। তাঁরা দোয়া করলে তবে বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদ তাঁদের দোয়ার কারণে দূর করে দেয়া হয়। **(কারিখে মদীনা দামেশক লি ইবনে আসাকির, ১/৩০৩)**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর ওলীদের কিরূপ মর্যাদা দান করেছেন যে, তাঁদের দোয়ায় মানুষের জীবন দান করা হয়, অত্যাচারীদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, ফসলের আধিক্যের কারণে রিযিকে স্বচ্ছলতা আসে, মানুষের দুঃখ দূর হয়, বিপদাপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং এই নেক ব্যক্তিদের বরকতে মানুষেরা বৃষ্টির ন্যায় নেয়ামত দ্বারা উপকৃত হয়। আসুন! এপ্রসঙ্গে হুযুর গাউছে আযম দস্তগীর এর ফুফীজান সায়্যিদা উম্মে আয়েশা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এর একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি। যেমনিভাবে:-

গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ফুফীজানের কারামত

একবার জীলানে অনাবৃষ্টি দেখা দিলো, লোকেরা ইস্তিসকার নামায (অর্থাৎ যেই নামাযে বৃষ্টির জন্য দোয়া করা হয়) পড়লো, কিন্তু বৃষ্টি হলো না, তখন লোকেরা হুযুর গাউছে আযম দস্তগীর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ফুফীজান হযরত সায়্যিদা উম্মে আয়েশা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এর ঘরে আসলো এবং তাঁর নিকট বৃষ্টির জন্য দোয়া করার আবেদন করলো, তিনি তাঁর ঘরের উঠানের দিকে তাশরীফ নিয়ে গেলেন আর জামিনে ঝাড়ু দিলেন এরপর দোয়া করলেন: হে বিশ্ব জগতের প্রতিপালক **(রাব্বুল আলামিন!)** আমি তো ঝাড়ু দিয়ে দিয়েছি এবং এবার তুমি পানি ছিটিয়ে দাও। কিছুক্ষণের মধ্যে আসমান থেকে এমনভাবে বর্ষন হলো, যেমনটি মশকের মুখ খুলে দেয়া হয়, লোকেরা নিজেদের ঘরে এই অবস্থায় গেল যে, সকলেই একেবারে ভিজে গিয়েছিলো এবং জিলান শহর প্রফুল্ল হয়ে গেলো। **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা ১৭৩)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিৎ যে, দুনিয়া আখিরাতের মঙ্গলের জন্য **আল্লাহ্ তাআলার** ওলী এবং নেক লোকদের সঙ্গ অবলম্বন করা, মনে রাখবেন! সঙ্গ অবশ্যই রঙ ছড়ায়, যদি সৎসঙ্গ পায় তবে মানুষের মাঝে সদভাব সৃষ্টি হয়েই যায় এবং অন্তরেও গুনাহ থেকে বিতৃষ্ণা আর নেকীর আকাঙ্ক্ষী হয়ে যায়, এর বিপরীত **আল্লাহ্** না করুক, মন্দ সংস্পর্শের কারণে না চাইলেও গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়, সুতরাং নেক লোক ও আউলিয়ায়ে কিরামের প্রতি ভক্তি এবং ভালবাসা পোষনকারীদেরই সঙ্গ অবলম্বন করুন, যেন তাদের সস্পর্শের বরকতে আমাদেরও আউলিয়ায়ে কিরামের আদব ও সম্মান করা নসীব হয়। কেননা, তাঁদের সাথে

www.dawateislami.net

ভালবাসার যেমন ফযিলত রয়েছে, তেমনি তাঁদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করার ক্ষতিও বিদ্যমান, বরং যেখানে একজন সাধারণ মুসলমানের সাথে শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে শত্রুতা করা, ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করা, হিংসা ও কুধারণা করা এবং তাকে অপদস্ত ও অবজ্ঞা করা নাজায়িয, সেখানে **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রিয় বান্দাদের অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কিরামদের সাথে এরূপ আচরণ করা কিরূপ দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতির কারণ হতে পারে।

হাদীসে পাকে **আল্লাহ্ তাআলা**র ওলীদের সাথে শত্রুতা পোষনকারীদের জন্য খুবই উদ্বেগজনক বাক্য ইরশাদ করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন: যে আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তার সাথে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করলাম।" **(বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাবুত তাওয়াযেয়ে, ৪/২৪৮, হাদীস নং- ৬০৫২)**

মাদানী ইনআমাত মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ১০০টিরও বেশি বিভাগের মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে **"মাদানী ইনআমাত মজলিশ"**। শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর আকাংখা অনুযায়ী ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন এবং জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনার ছাত্র-ছাত্রীদের বাআমল (আমলদ্বার) বানানোর উদ্দেশ্যে মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের উৎসাহ প্রদানের জন্য **"মাদানী ইনআমাত মজলিশ"** প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আহ! অন্যান্য ফরয ও সুন্নাত আদায়ের পাশাপাশি সকল ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোন এই মাদানী ইনআমাতকেও নিজের জীবনের অংশ বানিয়ে নেয় এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সকল যিম্মাদারগণও নিজ নিজ হালকায় এর (মাদানী ইনআমাতের রিসালা) প্রসার করে আর সকল

www.dawateislami.net

মুসলমান নিজের কবর ও আখিরাতের মঙ্গলের জন্য এই মাদানী ইনআমাতকে একনিষ্ঠতার সহিত গ্রহণ করে **আল্লাহ্ তাআলার** দয়া ও অনুগ্রহে জান্নাতুল ফিরদাউসে **মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার মহান নেয়ামত অর্জন করে নিন। আসুন! আমরাও নেক কাজে অগ্রগামী হয়ে অংশগ্রহণ করি এবং মাদানী ইনআমাতের উপর শুধু আমরা নিজেরা নয় বরং অপর ইসলামী ভাইকেও এর উৎসাহ দিয়ে অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করুন!

তু ওলী আপনা বানালে উস কো রব্বে লাম ইয়াযাল,
মাদানী ইনআমাত পর করতা হে জু কোয়ী আমল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকে আমরা **আল্লাহ্ তাআলার** ওলীদের মর্যাদা সম্পর্কে বয়ান শ্রবন করলাম, যাতে জানতে পারলাম যে, ❁ **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর ওলীদেরকে অনেক শান ও মহত্ব দান করেছেন ❁ **আল্লাহ্ তাআলার** আউলিয়ায়ে কিরামগণ আমাদের জন্য অনেক বড় নেয়ামত ❁ আউলিয়াদের সদকায় বৃষ্টি বর্ষন হয় ❁ আউলিয়াদের সদকায় বিগড়ে যাওয়াদের হিদায়ত নসীব হয় ❁ আউলিয়াদের সদকায় গুনাহগারদের উপরও রহমত বর্ষণ হয় ❁ আউলিয়াদের দোয়ার বরকতে অত্যাচারীর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ❁ আউলিয়াদের দোয়ার বরকতে বিপদাপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় ❁ আউলিয়াদের দৃষ্টি লৌহে মাহফুযে নিবন্ধ থাকে ❁ আউলিয়াদের একটি দৃষ্টি কঠিন গুনাহগারদেরও নেককার এবং কঠিন হৃদয়কে নরম বানিয়ে দেয় ❁ আউলিয়াদের সঙ্গ তাকওয়া অর্জনের মাধ্যম ❁ আউলিয়াদের সাথে বিদ্বেষ পোষণকারীদের প্রতি **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা করা হয়েছে। তাছাড়া আরো জানতে পারলাম যে ❁ **আল্লাহ্ তাআলার** ওলীরা নেক, পরহেজগার এবং আলিম হয়ে থাকে ❁ অজ্ঞ ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলার** ওলী হতে পারে না ❁ শরীয়াত ও তরিকত একটি অপরটি থেকে পৃথক নয় ❁ এবং না আউলিয়ায়ে কিরামগণ শরীয়াতের আহকাম থেকে মুক্ত বরং ❁ সেই পবিত্র সত্তাগণ সাধারণ সৃষ্টি থেকে বেশি পরিমান নামায রোয়া এবং শরীয়াতের অন্যান্য আহকামের নিয়মানুবর্তিতা মেনে থাকেন। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে তাঁর

www.dawateislami.net

আউলিয়ায়ে কিরামদের আদব করা নসীব করুক, আমাদের এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মদেরও ওলীদের বেআদবী করা থেকে নিরাপত্তা দান করুক এবং আমাদের অন্তরকে আউলিয়ায়ে কিরামের ভালবাসা দ্বারা পরিপূর্ণ করুন।

اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মাহফুয সদা রাখনা শাহা! বেআদবোঁ সে,
অউর মুঝ সে ভি সরযদ না কাভী বেআদবী হো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭৫)

সীনে তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পরোসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

পোশাক পরিধানের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ এর রিসালা "**১৬৩ মাদানী ফুল**" থেকে পোশাক পরিধানের সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হচ্ছে: ❁ জ্বীনের দৃষ্টি ও মানুষের লজ্জাস্থানের মাঝখানে পর্দা হচ্ছে, যখন কেউ কাপড় খুলে তবে بِسْمِ اللّٰہ পাঠ করা।" (আল মুজামুল আওসাত, ২/৫৯, হাদীস নং-২৫০৪) প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফ্‌তি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: যেরূপ দেয়াল ও পর্দা মানুষের দৃষ্টি আড়াল হয়, অনুরূপ এটাও **আল্লাহ্ তাআলার** যিকির জ্বীনদের দৃষ্টি থেকে আড়াল হবে, যার কারণে জ্বিন সেটাকে (অর্থাৎ-লজ্জাস্থান) দেখতে পাবে না। (মিরাত, ১/২৬৮) ❁ "যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্তেও বিনয়বশতঃ উন্নত কাপড় পরিধান করা ছেড়ে দেয়, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে সম্মানের (কারামাতের) পোশাক পরিধান করাবেন।" (আবু দাউদ

www.dawateislami.net

শরীফ, ৪/৩২৬, হাদীস নং-৪৭৭৮) ❁ পোশাক পরিচ্ছদ যেন হালাল উপার্জনে হয়, আর যে পোশাক হারাম উপার্জনের হয়, তা দ্বারা ফরজ ও নফল কোন নামায কবুল হয় না। (কাশফুল ইলতেবাছ ফি ইস্তেহবাবিল লিবাস লিশশেখ আবদুল হক আদ দেহলভী, পৃষ্ঠা ৩৬) ❁ কাপড় পরিধান করার সময় ডান দিক থেকে আরম্ব করবেন (কেননা, এটা সুন্নাত) যেমন: যখন জামা পরিধান করবেন তখন সর্বপ্রথম ডান আস্তিনে ডান হাত প্রবেশ করান অতঃপর বাম আস্তিনে বাম হাত প্রবেশ করান। (কাশফুল ইলতেবাছ ফি ইস্তেহবাবিল লিবাস লিশশেখ আবদুল হক আদ দেহলভী, পৃষ্ঠা ৪৩) ❁ এভাবে পায়জামা পরিধান করার সময় ডান পা প্রবেশ করান, আর যখন (জামা বা পায়জামা) খুলবেন তবে এর বিপরীত করুন অর্থাৎ বাম দিক থেকে শুরু করুন। ❁ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** এর ৩য় খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: সুন্নাত হচ্ছে যে, জামার দৈর্ঘ্য অর্ধগোছা এবং আস্তিনের দৈর্ঘ্য বেশি হলে আঙ্গুর সমূহের মাথা পর্যন্ত, আর প্রস্থে এক বিঘত পরিমাণ। (রদ্দুল মুখতার, ৯/৫৭৯)

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

তুম সুধর জাওগে গড় ইধার আও গে, সিখনে সুন্নাতেঁ, কাফেলে মে চলো।
ফযলে মওলা সে যব আয়েঁঙ্গে পায়েঙ্গে, জযবায়ে ইলমে দ্বীন কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net